Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

যাকাতের মাসায়েল ও ফাজায়েল

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আফিয়া জান্নাত

রোলঃ 228021933

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

যাকাতের মাসায়েল ও ফাজায়েল

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আফিয়া জান্নাত

রোলঃ 228021933

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ যাকাতের মাসায়েল ও ফাজায়েল ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে আফিয়া জান্নাত, আইডিঃ 228021933 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " যাকাতের মাসায়েল ও ফাজায়েল " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: জিল্লুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

আফিয়া জান্নাত

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

আফিয়া জান্নাত

আইডিঃ 228021933

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيم

১..ভুমিকাঃ

আলহামদুলিল্লাহ, সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি সকল সম্পদের প্রকৃত মালিক। -ﷺ(اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّد)
ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, যা মানব জীবনের প্রতিটি দিক ও স্তরে পথনির্দেশনা দিয়েছে। ইসলামী শরীয়তের পাঁচটি মৌলিক স্তম্ভের মধ্যে অন্যতম হলো যাকাত। এটি এমন একটি ইবাদত যা ইসলামের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুবিচার প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কুরআন ও হাদীসের অসংখ্য স্থানে যাকাত আদায়ের গুরুত্ব বর্ণিত হয়েছে এবং যাকাত আদায় না করাকে মারাত্মক গোনাহ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

যাকাতের অর্থমূল্য কেবল গরীবদের সহায়তা নয়, বরং এটি ধনীদের সম্পদ পরিশুদ্ধ করে, সমাজে দারিদ্র্য দূর করে, মানুষের মাঝে ভালোবাসা ও সহানুভূতি সৃষ্টি করে, এবং একটি ভারসাম্যপূর্ণ অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে তোলে। হানাফি মাজহাব অনুসারে যাকাতের যাবতীয় বিধি-বিধান অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। এই মাজহাবের বিশিষ্ট ফুকাহাগণ যেমন ইমাম আবু হানিফা (রহ.), ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) এবং ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) যাকাত সম্পর্কিত মাসায়েলসমূহ অত্যন্ত গভীরভাবে আলোচনা করেছেন, যা মুসলিম উম্মাহর জন্য এক অমূল্য সম্পদ।

বর্তমান সময়ে, যখন বৈষম্য, দারিদ্র্য ও অর্থনৈতিক অসাম্য দিন দিন বেড়েই চলছে, তখন যাকাতের সঠিক ধারণা ও বাস্তব প্রয়োগের গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, অনেক মুসলমান যাকাত সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান

না থাকার কারণে ভুল পথে পরিচালিত হন, বা আদায় করতে অবহেলা করেন, যা ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের জন্য ক্ষতিকর।

এই গবেষণাপত্রে "যাকাতের মাসায়েল ও ফাযায়েল" বিষয়ের আলোকে হানাফি মাজহাবের দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্লেষণ করে তুলে ধরা হবে। এতে যাকাতের মূলনীতি, ফরজ হওয়ার শর্তাবলী, উপকারভোগীদের শ্রেণিবিন্যাস, যাকাত আদায়ের বিধান, সময়, পরিমাণ, আধুনিক যুগে যাকাতের বাস্তবায়ন ও তাৎপর্যসহ আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ দিক অন্তর্ভুক্ত থাকবে। গবেষণার উদ্দেশ্য হলো— মুসলমানদের মাঝে যাকাত সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান পৌঁছে দেওয়া এবং একটি সুবিচারপূর্ণ ও সহানুভূতিশীল সমাজ গঠনে যাকাতের অবদান তুলে ধরা।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এই ইবাদত সঠিকভাবে বুঝে তা পালনের তাওফিক দান করুন— আমীন।

2. যাকাতের পরিচয় :

زكاة (যাকাত) শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- الطهارة (পবিত্রতা অর্জন করা) ও النماء (বৃদ্ধি পাওয়া) ইত্যাদি। যাকাত দিলে একই সাথে যাকাতদাতা ও সম্পদ পবিত্র হয় এবং সম্পদ বৃদ্ধি পায়। যেমন- আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেছেন,

﴿خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا ١٠٣﴾ [التوبة: ١٠٣]

"তাদের সম্পদ থেকে সদাকা গ্রহণ করুন যা তাদেরকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করবে।" [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ১০৩]

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন,

﴿ يَمۡحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوٰاْ وَيُرۡبِي ٱلصَّدَقَٰتِۗ ﴾ [البقرة: ٢٧٦]

"আল্লাহ সুদকে ধ্বংস করে দেন এবং সাদাকাহকে বাড়িয়ে দেন।" (সূরা আল-বাকারা : ২৭৬)

যাকাত হলো সাদাকাহসমূহের মধ্যে অন্যতম। যাকাতকে الصدقة المفروضة তথা ফরয সাদাকাহ বলা হয়। কেননা আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন যাকাতকে সাদাকাহ বলেও অভিহিত করেছেন। যেমন তিনি বলেছেন,

﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠ ﴾ [التوبة: ٦٠]

"সাদাকাহ (যাকাত) হলো কেবল ফকীর, মিসকীন, যাকাত সংগ্রহকারী ও যাদের চিত্ত আকর্ষণ প্রয়োজন তাদে হক এবং তা দাস-মুক্তির জন্য, ঋণ গ্রস্থদের জন্য, আল্লাহর পথে জিহাদকারীদের জন্য এবং মুসাফিরদের জন্য, এই হলো আল্লাহর নির্ধারিত বিধান। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।" (সূরা আত-তাওবা : ৬০)

ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায়, যাকাত হলো-

التعبد لله تعالى بإخراج جزء واجب شرعا في مال معين لطائفة أو جهة مخصوصة.

“সুনির্দিষ্ট সম্পদের মধ্যে শরীয়তের দৃষ্টিকোণে যে অংশ বের করা ওয়াজিব হয়, সে অংশ সুনির্দিষ্ট কিছু লোকের জন্য অথবা একদল মানুষের জন্য বের করা অথবা সুনির্দিষ্ট কোনো ক্ষেত্রে সেটি ব্যয় করা আল্লাহ তা‘আলার সন্তুষ্টির জন্য ইবাদাত হিসাবে।” [আশ-শারহ আল-মুমতি‘]

3. যাকাতের হুকুম :

যাকাত হলো ইসলামের অন্যতম একটি ফরয ইবাদাত। এটি ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে তৃতীয়তম স্তম্ভ হিসাবে গণ্য। যাকাত ফরয হওয়ার ব্যাপারে কুরআন ও সুন্নাহয় বহু দলীল রয়েছে এবং এ ব্যাপারে ইজমা‘ সঙ্ঘটিত হয়েছে। যাকাত ফরয হওয়ার কতিপয় দলীল নিম্নরূপ :

ক. আল-কুরআন : আল-কুরআনে ২৮ বারেরও বেশি সংখ্যকবার যাকাতের বিষয়টি উল্লেখ হয়েছে। কুরআনের আয়াতসমূহ দ্বারা স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, যাকাত প্রদান করা ফরয। যেমন আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন যাকাত প্রসঙ্গে বলেন,

﴿وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرۡكَعُواْ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ ٤٣﴾ [البقرة: ٤٣]

“আর তোমরা সালাত প্রতিষ্ঠা করো, যাকাত প্রদান করো এবং রুকূকারীদের সাথে রুকূ করো।” (সূরা আল-বাকারা : ৪৩)

﴿وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَۚ وَمَا تُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُم مِّنۡ خَيۡرٖ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ ١١٠﴾ [البقرة: ١١٠]

“তোমরা সালাত প্রতিষ্ঠা করো এবং যাকাত দাও। তোমরা নিজের জন্য পূর্বে যে সৎকর্ম প্রেরণ করবে, তা আল্লাহর কাছে পাবে। তোমরা যা কিছু করো, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা প্রত্যক্ষ করেন।” (সূরা আল-বাকারা : ১১০)
﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبۡتُمۡ وَمِمَّآ أَخۡرَجۡنَا لَكُم مِّنَ ٱلۡأَرۡضِۖ ﴾ [البقرة: ٢٦٧]

“হে মু’মিনগণ, তোমরা স্বীয় উপার্জন থেকে এবং যা আমি তোমাদের জন্য ভূমি থেকে উৎপন্ন করেছি, তা থেকে উৎকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করো।” (সূরা আল-বাকারা : ২৬৭)

﴿خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا ﴾ [التوبة: ١٠٣]

“তাদের সম্পদ থেকে সাদাকাহ গ্রহণ করুন। এর মাধ্যমে তাদেরকে আপনি পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করবেন।” (সূরা আত-তাওবা : ১০৩)

শেষোক্ত আয়াতে যেহেতু আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যাকাত সংগ্রহ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেছেন এবং তিনি যেহেতু রাষ্ট্র প্রধান ছিলেন, সেহেতু এর দ্বারা বোঝা যায় যে, যাকাত সংগ্রহ করাও রাষ্ট্র প্রধানের জন্য একটি দায়িত্ব ও কর্তব্য।

আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন অন্যত্র বলেন,

﴿وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤۡتُواْ ٱلزَّكَوٰةَۚ وَذَٰلِكَ دِينُ ٱلۡقَيِّمَةِ ٥ ﴾ [البينة: ٥]

“তাদেরকে এ নির্দেশই দেয়া হয়েছে যে, তারা খাঁটি মনে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদাত করবে, সালাত প্রতিষ্ঠা করবে এবং যাকাত দেবে। এটাই সঠিক দীন।” (সূরা আল-বায়্যিনাহ : ৫)

﴿فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ فَإِخۡوَٰنُكُمۡ فِي ٱلدِّينِۗ وَنُفَصِّلُ ٱلۡأٓيَٰتِ لِقَوۡمٖ يَعۡلَمُونَ ١١﴾ [التوبة: ١١]

“অবশ্য তারা যদি তওবা করে, সালাত প্রতিষ্ঠা করে এবং যাকাত আদায় করে, তবে তারা তোমাদের দীনী ভাই। আর আমি বিধানসমূহে জ্ঞানী লোকদের জন্য সর্বস্তরে বর্ণনা করে থাকি।” (সূরা আত-তাওবা : **১১**)

শেষোক্ত আয়াত দ্বারা বোঝা যায় যে, যদি কেউ ইসলাম গ্রহণ ও তাওবার পর সালাত অথবা যাকাত আদায় না করে, তাহলে সে দীনী ভাই হিসাবে গণ্য হবে না।

আল-কুরআনের বহু জায়গায় সালাত প্রতিষ্ঠার নির্দেশের পরই যাকাত প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যেমন আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন বলেন,

﴿وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ﴾ [المزمل: ٢٠]

“আর তোমরা সালাত প্রতিষ্ঠা করো এবং যাকাত প্রদান করো।” (সূরা আল-মুযযাম্মিল : ২০)

খ. আস-সুন্নাহ : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ দ্বারাও সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত যে, যাকাত প্রদান করা ফরয। বহু হাদীসে এর দলীল রয়েছে। যেমন-

‘আবদুল্লাহ ইবন ওমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

»بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ«

“ইসলামের স্তম্ভ হচ্ছে পাঁচটি : ১. সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ ব্যতীত (সত্যিকার) কোনো ইলাহ নেই এবং নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূল, ২. সালাত প্রতিষ্ঠা করা, ৩. যাকাত আদায় করা, ৪. হজ্জ সম্পাদন করা এবং ৫. রমাদানের সিয়াম পালন করা।” [সহীহ বুখারী, হা/৮, সহীহ মুসলিম, হা/২১, তিরমিযী, হা/২৬০৯]

এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে যাকাত হলো তৃতীয় স্তম্ভ।

মু‘আয ইবন জাবাল রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুকে ইয়েমেনে পাঠানোর সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

»ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِم«

“তাদেরকে এ সাক্ষ্যের প্রতি আহ্বান করো যে, “আল্লাহ ছাড়া আর কোনো (সত্যিকার) ইলাহ নেই এবং আমি (মুহাম্মাদ) আল্লাহর রাসূল”। যদি এক্ষেত্রে তারা তোমাকে মেনে নেয়, তাহলে তাদেরকে অবগত করো যে, আল্লাহ

তা‘আলা তাদের উপর প্রত্যেক দিনে ও রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেছেন। যদি এক্ষেত্রে তারা তোমাকে মেনে নেয়, তাহলে তাদেরকে অবগত করো যে, আল্লাহ তা‘আলা তাদের উপর তাদের সম্পদে সাদাকাহ (যাকাত) ফরয করেছেন, যা তাদের ধনীদের কাছ থেকে গ্রহণ করা হবে এবং তাদের দরিদ্রদের মাঝে বণ্টন করা হবে।” [সহীহ বুখারী, হা/১৩৯৫, সহীহ মুসলিম, হা/৩১, তিরমিযী, হা/৬২৫, ইবন মাজাহ, হা/১৭৮৩, আবূ দাঊদ, হা/১৫৮৪]

এ হাদীস দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় যে, ইসলামে শাহাদাহ ও সালাতের পরই যাকাতের স্থান।

আবূ আইয়ূব আল-আনসারী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে যে,

أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الجَنَّةَ، قَالَ: مَا لَهُ مَا لَهُ. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَرَبٌ مَا لَهُ، تَعْبُدُ اللَّهَ وَلاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلاَةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ.»

জনৈক সাহাবী নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, আমাকে এমন একটি আমলের কথা বলুন যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে। কেউ একজন বলল, তার কী হয়েছে? তার কী হয়েছে? নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “তার দরকার রয়েছে। তুমি আল্লাহর ইবাদাত করবে, তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরীক করবে না। সালাত আদায় করবে, যাকাত আদায় করবে, আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখবে।” [সহীহ বুখারী, হা/১৩৯৬]

আবূ হুরায়রাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে যে,

أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الجَنَّةَ، قَالَ: «تَعْبُدُ اللَّهَ لاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلاَةَ المَكْتُوبَةَ، وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ المَفْرُوضَةَ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ» قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ أَزِيدُ عَلَى هَذَا، فَلَمَّا وَلَّى، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ، فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا.»

এক বেদুইন নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলল, আমাকে এমন একটি আমলের কথা বলুন যদি আমি তা সম্পাদন করি তবে জান্নাতে প্রবেশ করব। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "তুমি আল্লাহর ইবাদাত করবে আর তাঁর সাথে কোনো কিছু শরীক করবে না। ফরয সালাত আদায় করবে, ফরয যাকাত প্রদান করবে, রমাদান মাসে সিয়াম পালন করবে।" সে বলল, যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তার শপথ করে বলছি, আমি এর চেয়ে বেশি করব না। যখন সে ফিরে গেলো, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "যে ব্যক্তি কোনো জান্নাতী ব্যক্তিকে দেখতে পছন্দ করে সে যেন এই ব্যক্তি দেখে নেয়।" [সহীহ বুখারী, হা/১৩৯৭, সহীহ মুসলিম, হা/১৫, ইবন মাজাহ, হা/৪১০২]

আবূ হুরায়রাহ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে যে,

لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ العَرَبِ، قَالَ عُمَرُ لِأَبِي بَكْرٍ: كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ؟ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَمَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ، إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ "، فَقَالَ: وَاللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ المَالِ، وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عِقَالًا كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهِ، فَقَالَ عُمَرُ: «فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ اللَّهَ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الحَق.»

“যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তিকাল করলেন আর তাঁর পর আবূ বকরকে খলীফা করা হলো এবং আরবের যারা কাফির হবার তারা কাফির হয়ে গিয়েছিল, তখন ‘উমার আবূ বকরকে বললেন, আপনি কী করে লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন, অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “আমি মানুষের সাথে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলার পূর্ব পর্যন্ত যুদ্ধ করার জন্য নির্দেশপ্রাপ্ত। অতএব যে ব্যক্তি ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলল, সে তার জান ও মালকে আমার থেকে নিরাপদ করে নিলো। তবে ইসলামী বিধানের আওতায় পড়লে আলাদা। তাদের প্রকৃত হিসাব আল্লাহর কাছে হবে।” আবূ বকর বললেন, যারা সালাত ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করে, আমি অবশ্যই তাদের সাথে যুদ্ধ করব। কেননা যাকাত হলো মালের হক। আল্লাহর শপথ! যদি তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যা আদায় করত, এখন তা (সেভাবে) দিতে অস্বীকার করে, তাহলেও আমি অবশ্যই তাদের সাথে যুদ্ধ করব। ‘উমার বললেন, আল্লাহর কসম! আমি দেখছিলাম যে, যুদ্ধ করার জন্য আল্লাহ আবূ বকরের বক্ষ খুলে দিয়েছেন। সুতরাং আমি বুঝতে পারলাম এ সিদ্ধান্ত সঠিক।” [সহীহ বুখারী, হা/৭২৮৪, সহীহ মুসলিম, হা/৩২, আবূ দাঊদ, হা/১৫৫৬, তিরমিযী, হা/২৬০৭, নাসা’ঈ, হা/২৪৪৩]

গ. আল-ইজমা‘ : মুসলিম উম্মাহর সকল আলিম একমত যে, যাকাত একটি ফরয ইবাদাত এবং এটি ইসলামের একটি রুকন তথা স্তম্ভ। এ সম্পর্কে আলিমদের ইজমার বিষয়টি একাধিক আলিম উল্লেখ করেছেন। যেমন- ইবন হাযম ‘মুহাল্লা বিল-আছার’ গ্রন্থে, ইবনু রুশদ ‘বিদায়াতুল মুজতাহিদ’ গ্রন্থে, ইবনু কুদামা ‘আল-মুগনী’ গ্রন্থে এবং ইমাম নববী ‘আল-মাজমূ’ গ্রন্থে।

4. যাকাত ফরয হওয়ার শর্ত :

যাকাত ফরয হওয়ার জন্য পাঁচটি শর্ত রয়েছে। যথা-

১) মুসলিম হওয়া : যাকাত ফরয হওয়ার জন্য মুসলিম হওয়া শর্ত। কেননা মু'আয ইবন জাবাল রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর প্রতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ দ্বারা এটা স্পষ্ট যে, শাহাদাহ ও সালাতের বিষয়টি মেনে নিলে তারপর যাকাতের বিধান প্রযোজ্য হবে। অতঃপর অমুসলিমদের উপর মুসলিম রাষ্ট্র প্রধান যাকাত ধার্য করবে না।

২) স্বাধীন হওয়া : যাকাত কোনো কৃতদাসের উপর ফরয নয়। কেননা কোনো কৃতদাস যা উপার্জন করে, সেটির প্রকৃত মালিক হয় তার মনীব। অতএব যাকাত ফরয হওয়ার জন্য স্বাধীন হওয়া শর্ত।

৩) নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হওয়া : নিসাব হলো এমন পরিমাণ সম্পদ যা থাকলে যাকাত ফরয হয়; অন্যথায় যাকাত ফরয হয় না। নিসাবের পরিমাণ সম্পদ ভেদে ভিন্ন ভিন্ন, যা ইসলাম নির্ধারণ করে দিয়েছে।

৪) সম্পদের মালিকানা পরিপূর্ণরূপে থাকা : কোনো সম্পদে আংশিক মালিকানা কিংবা অসম্পূর্ণ মালিকানা থাকলে সেই সম্পদের উপর যাকাত ফরয হবে না।

৫) যাকাত ফরয হওয়ার সময় অতিবাহিত হওয়া : ফসল ব্যতীত অন্য সকল সম্পদের মালিকানা এক চন্দ্রবছর পরিপূর্ণ হলে যাকাত ফরয হয়। আর ফসল কাটার পর ফসলের উপর যাকাত ফরয হয়। ফরয হওয়ার এ সময়

অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত যাকাত ফরয হয় না। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»

“বছর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত কোনো মালের যাকাত নেই।” [ইবন মাজাহ, হা/১৭৯২। শাইখ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।]

5..যাকাত আদায়ে নিয়তের গুরুত্বঃ

নিয়ত শব্দটি আরবি نِيَّة থেকে এসেছে, যার অর্থ হলো উদ্দেশ্য বা ইচ্ছা। শরীয়তের পরিভাষায়, ইবাদতের শুরুতে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে অন্তরে নির্দিষ্ট কাজের সংকল্প করাকে নিয়ত বলা হয়।

কুরআনের দলিল:

আল্লাহ তাআলা বলেন:

“ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ”

“তাদেরকে তো এ কথাই আদেশ করা হয়েছিল যে, তারা যেন একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত করে।”
(সুরা আল-বায়্যিনাহ: ৫)

এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়, সব ইবাদতের জন্য নিয়ত বা একনিষ্ঠতা আবশ্যক। যাকাতও একটি ইবাদত, তাই এর ক্ষেত্রেও নিয়ত জরুরি।
হাদীসের দলিল:

রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন:

" «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى"

"সমস্ত আমলই নিয়তের উপর নির্ভরশীল। আর প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য থাকবে তার নিয়ত অনুযায়ী।"

(সহীহ বুখারী, হাদীস: ১; সহীহ মুসলিম, হাদীস: ১৯০৭)

এই হাদীস সর্বজনস্বীকৃত এবং সমস্ত ইবাদতের মূল ভিত্তি।

যাকাত একটি ফরজ ইবাদত, তাই তা আদায়ের সময় নিয়ত অপরিহার্য। নিয়ত ছাড়া যাকাত আদায় সহীহ হবে না। অন্তরের নিয়তই ইবাদতকে ইবাদত বানায় এবং তা আল্লাহর দরবারে কবুল হওয়ার উপায়।

6. যাদেরকে যাকাত দেওয়া যাবে:

যাকাত বন্টনের কিছু নির্দিষ্ট খাত আছে। এই খাতগুলো সরাসরি ক্বোরআন দ্বারা নির্দ্দিষ্ট, এবং যেহেতু তা আল্লাহ'র নির্দেশ, তাই এর বাইরে যাকাত বন্টন করলে যাকাত, ইসলামী শরিয়তসম্মত হয় না। পবিত্র কোরআনে এ ব্যাপারে আল্লাহ খুব সুস্পষ্টভাবে বলেছেন।

যাকাত তো শুধু (এক) দরিদ্র, (দুই) অক্ষম, (তিন) যাকাত ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত কর্মচারী, (চার) যাদের মন জয় করা প্রয়োজন, (পাঁচ) মানুষকে দাসত্ব থেকে মুক্তির জন্যে, (ছয়) ঋণজর্জরিত অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্যে, (সাত) আল্লাহর পথে (জনকল্যাণমূলক কাজ, ধর্মপ্রচার ও প্রতিষ্ঠার কাজে) এবং (আট) মুসাফিরদের জন্যে ব্যয় করা যাবে। (যাকাতের অর্থ ব্যয়ে) এটাই আল্লাহর বিধান। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (সূরা তওবা : ৬০)

১. দরিদ্র: এমন মজুর ও শ্রমজীবী যে শারীরিক ও মানসিকভাবে কর্মক্ষম হওয়া সত্ত্বেও প্রতিকূল অবস্থার কারণে বেকার ও উপার্জনহীন হয়ে পড়েছে। ছিন্নমূল মানুষ এবং শরণার্থীরাও এর মধ্যে পড়েন।

২. অক্ষম: বার্ধক্য, রোগ, বা পঙ্গুত্ব যাকে উপার্জনের সুযোগ হতে বঞ্চিত করেছে অথবা যে ব্যক্তি উপার্জন দ্বারা তার প্রকৃত প্রয়োজন পূরণ করতে অক্ষম এবং আশ্রয়হীন শিশু প্রমুখ।

৩. যাকাত ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত কর্মচারী: যাকাত আদায় এবং তা বণ্টন করার কাজে যারা সার্বক্ষণিক নিযুক্ত থাকবে তাদের বেতন-ভাতা আদায়কৃত যাকাত থেকে দেয়া হবে।

৪. যাদের মন জয় করা প্রয়োজন: ইসলাম প্রচার-কাজ কোথাও প্রতিরোধের সম্মুখীন হলে সে ক্ষেত্রে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যাবে। সংগতিহীন নও মুসলিমকেও স্বনির্ভর করার কাজে যাকাতের অর্থ ব্যয় হতে পারে।

৫. মানুষকে দাসত্ব থেকে মুক্তির জন্যে: দাসমুক্তি বা বন্দিদের মুক্ত করতে যাকাতের সম্পদ ব্যয় করা যাবে। এখানে দাস বা বন্দি বলতে বিখ্যাত তাফসীরকার আল্লামা আসআদের তাফসীরে যারা পরিস্থিতি বা পরিবেশের বন্দি বা শিকার তাদের কথাও বলা হয়েছে। অর্থাৎ ভূ-লুণ্ঠিত, অপরিচিত, দুর্গম-দূরবর্তী অভাবগ্রস্ত এলাকার দুস্থ-অসহায়দেরও যাকাত দেয়া যাবে।

৬. ঋণমুক্তি: যারা নিজেদের দৈনন্দিন প্রয়োজন পূরণ করতে গিয়ে ঋণ করে এবং সে ঋণ পরিশোধে অক্ষম হয়ে পড়েছে, তাদেরকে যাকাতের সম্পদ হতে সাহায্য করা যাবে। যাদের বাড়ি-ঘর আগুনে পুড়ে গেছে, বন্যা-প্লাবনে

মাল-আসবাব ভেসে গেছে, তাদের পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণে যাকাতের সম্পদ দেয়া যাবে।

৭. আল্লাহর পথে: যাকাতের ৭ম খাত হলো 'ফি সাবী লিল্লাহ' (আল্লাহর পথে)। ইসলামি চিন্তাবিদগণের সম্মিলিত মত হলো : আল্লাহ নির্দেশিত পথে প্রতিটি জনকল্যাণকর কাজে, দ্বীন ইসলামের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে যত কাজ করা সম্ভব সে সব ক্ষেত্রেই এ অর্থ ব্যয় করা যাবে।

৮. মুসাফির: যাকাতের ৮ম খাত হলো 'ইবনুস সাবীল' (নিঃস্ব পথিকদের জন্যে)। যেসব পথিক বা মুসাফির যাত্রাপথে নি:সম্বল হয়ে পড়েছে, তাদেরকে যাকাতের অর্থ দেয়া যাবে।

অনেকে যাকাতের অর্থে শাড়ি ক্রয় করে তা বন্টন করে থাকেন। এভাবে যাকাত আদায় হয়ে গেলেও এভাবে আসলে প্রকৃতপক্ষে যাকাত গ্রহণকারীর তেমন উপকার হয় না। যাকাত বন্টনের উত্তম পন্থা হলো: যাকাত যাদেরকে প্রদান করা যায়, তাদের একজনকে বা একটি পরিবারকে যাকাতের সম্পূর্ণ অর্থ দিয়ে স্বাবলম্বী করে দেয়া। তবে প্রদেয় অর্থ নিসাব পরিমান থেকে কম হতে হবে।

7. যাদেরকে যাকাত দেওয়া যাবে না:

নীচের তালিকার অন্তর্ভুক্তদের যাকাতের টাকা দেওয়া যাবে না-

১. যার যাকাত দেওয়ার মতো সম্পদ রয়েছে (নিসাব পরিমাণ) তাকে যাকাত দেয়া যাবে না।

২. কোন অমুসলিমকে যাকাত দেওয়া যাবে না।

৩. যে সমস্ত মাদরাসায় ইয়াতীমখানা ও লিল্লাহ বোডিং আছে সেখানে যাকাত দেয়া যাবে এবং যে সমস্ত মাদরাসায় লিল্লাহ বোডিং নেই সেখানে যাকাত দেয়া যাবে না।

৪. পিতামাতাকে, সন্তানকে, স্বামী বা স্ত্রীকে যাকাত দেয়া যাবে না।

৫. প্রতিষ্ঠানের পক্ষে ইয়াতীমখানা লিল্লাহ বোডিংয়ের জন্য যাকাত আদায়কারী নিযুক্ত হলে তাকে যাকাত দেয়া যাবে না।

৬. উপার্জনক্ষম ব্যক্তি যদি উপার্জন ছেড়ে দিয়ে নামায-রোযা ইত্যাদি নফল ইবাদতে মশগুল হয়ে যায় তাকে যাকাত দেয়া যাবে না। তবে সে যদি উপার্জন না থাকার কারণে যাকাত পাওয়ার উপযুক্ত হয় তবে যাকাত দেয়া যাবে।

৭. বেতন বা ভাতা হিসেবে নিজ কাজের লোকদের যাকাতের টাকা দেয়া যাবে না।

৪..যাকাত গণনার সময়:

বছরের একটা নির্দিষ্ট দিন থেকে এক বছর পর্যন্ত যাবতীয় আয়-ব্যয়ের হিসেব করে মালিকানাধীন বর্ধনশীল সম্পদের (যাকাত যোগ্য) পরিমান বের করে সেখান থেকে সাংসারিক কাজে গৃহীত ঋনের পরিমান বাদ দিয়ে অবশিষ্ট সম্পদের মূল্যের উপরে যাকাত আদায় করতে হবে।

সাধারনত হিজরি বছরের প্রথম মাস মহররমের কোনো এক দিন থেকে বা অধিক পূণ্যের আশায় রমজান মাসের কোনো এক দিন থেকে বাৎসরিক হিসেব করে যাকাত আদায় করা হয়। ব্যবসায়িক ভাবে উৎপন্ন খনিজ দ্রব্য, বৃক্ষজাত সম্পদ ও ফসলের যাকাত উৎপাদনের সাথে সাথে দিতে হবে। বৎসর অতিক্রান্ত হওয়ার প্রয়োজন নাই।

যাকাতের হিসাব সূক্ষ্মতার সাথে পরিমাপ করতে হবে যাতে কোনভাবেই যাকাত কম না হয়ে যায়। পরিমাপ থেকে যাকাত কম দেওয়া হলে যাকাত আদায় হবে না। তবে পরিমাপ থেকে কিছু বেশী হলে সমস্যা নই। মনে রাখতে হবে, যাকাত কম দেওয়ার জন্যে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে হিসেব করলে যাকাত আদায় হবে না। মহান আল্লাহপাকই সর্বজ্ঞ। দিনি আমাদের ক্ষমা করুন।

৭..যাকাত গণনার নিয়ম:

যাকাত হিসাব করার সময় যাকাত কম পরিমানে দেওয়ার জন্যে বিভিন্ন কলাকৌশল অবলম্বন করলে যাকাত শুদ্ধভাবে আদায় হবে না। তাই সহীহ নিয়তে যাকাত হিসেব করে আদায় করতে হবে। নীচে ৪টি খাতে যাকাত হিসেব করার নিয়ম আলোচনা করা হয়েছে।

১. স্বর্ণ-রৌপ্য, অর্থ-নস্পদ, ব্যবসা-বানিজ্যঃ অলংকার, বার, তৈজসপত্র বা অন্য যে কোন মাধ্যমে রাখা স্বর্ণ-রৌপ্য, নগদ অর্থ, ব্যাংকে জমা অর্থ। এর বাইরে কোম্পানীর শেয়ার, ব্যাংক নোট, স্টক, সঞ্চয়পত্র, প্রাইজবন্ড, অন্যকে দেওয়া ঋণ (ফেরত পাওয়া যাবে এমন), একক বা যৌথ ব্যবসা, ব্যবসায়িক পণ্যের কাঁচামাল ও উৎপাদিত পণ্য, এবং এছাড়া সমস্ত বর্ধনশীল সম্পদ (যা থেকে লাভ আসতে পারে)। ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে যে সকল সম্পদ ব্যবসায়ে

সাহায্য করে কিন্তু যা সরাসরি বিক্রী হয় না তা যাকাত হিসাবের অর্ন্তভূক্ত হবে না (যেমনঃ ব্যবসায় ব্যবহৃত আসবাব পত্র, জমি, দোকানের পজেশন, কারখানার মেশিনারীজ ইত্যাদি)।

নিসাব পরিমানঃ স্বর্ণ থাকলে ৭.৫ ভরি বা তার বেশী স্বর্ণ,রৌপ্য থাকলে ৭.৫ ভরি বা তার বেশী রৌপ্য, অন্যথায় সম্মিলিতভাবে সকল সম্পদের মূল্য ৫২.৫ ভরি রূপার সমান বা বেশী হলে।

যাকাতের হারঃ উল্লিখিত সম্পদের মোট মূল্যের শতকরা ২.৫ ভাগ বা ৪০ ভাগের ১ ভাগ ।

২. খনিজ দ্রব্যঃ

নিসাব পরিমানঃ যে কোনো পরিমাণ। শুধুমাত্র ব্যবসা বা বিক্রয়ের জন্যে উৎপাদিত খনিজের যাকাত দিতে হবে। বাৎসরিক কোন হিসেব দরকার নেই। যখনই উৎপাদন হবে তখনই যাকাত দিয়ে দিতে হবে।

যাকাতের হারঃ উৎপাদন ব্যয় বাদে দ্রব্যের বিক্রয় মূল্যের ২০% বা পাঁচ ভাগের এক ভাগ।

৩. কৃষিজাত দ্রব্যঃ কৃষিজাত দ্রব্যের যাকাতকে উশর বলা হয়। শুধুমাত্র ব্যবসা বা বিক্রয়ের জন্যে উৎপন্ন ফসলের যাকাত দিতে হবে।পারিবারিক খাওয়া -দাওয়ার জন্যে উৎপন্ন ফসলের যাকাত নাই।

নিসাব পরিমানঃ হযরত ইমাম আবু হানিফার মতে, যেকোনো পরিমাণ;অন্যান্যদের মতে, ৫ ওয়াসাক বা ২৬ মণ ১০ সের; ইসলামিক ইকোলজিক্যাল রিসার্চ ব্যুরো'র মতে, ১৫৬৮ কেজি

যাকাতের হারঃ বৃষ্টিতে উৎপাদিত ফসলের শতকরা ১০ ভাগ, সেচের মাধ্যমে উৎপাদিত হলে শতকরা ৫ ভাগ বা মোট বিশ ভাগের এক ভাগ। সার, জমি লীজ, কর্মচারী ইত্যাদি খরচ থাকলে দব্যমূল্য থেকে সেই খরচ বাদ দিয়ে উশর (যাকাত) হিসেব করতে হবে। বাৎসরিক কোন হিসেব দরকার নেই। যখনই উৎপাদন হবে তখনই যাকাত দিয়ে দিতে হবে।

৪. গবাদি পশুঃ যে সমস্ত গবাদি পশু মাঠে চড়ে বেড়ায় শুধু সেগুলোর জন্যেই যাকাত দিতে হবে। তবে কমপক্ষে ৬ মাসের জন্যে সেই পশু যাকাতদাতার মালিকানাধীন থাকতে হবে।

নিসাব পরিমান ও যাকাতের হারঃ উটের সর্বনিম্ন নিসাব পাঁচটি, গরু-মহিষের ত্রিশটি এবং ছাগল-ভেড়ার চল্লিশটি। তবে এ ধরণের পশু বৎসরের অর্ধেকের বেশি সময় মুক্তভাবে চারণভূমিতে খাদ্য গ্রহণ করলেই এসব পশুর উপর সংখ্যা ভিত্তিক যাকাত ধার্য হবে। ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে যে কোন পশুসম্পদ প্রতিপালন করা হলে সেগুলোকে ব্যবসায়িক পণ্য বলে গণ্য করা হবে এবং এদের উপর যাকাত সংখ্যার ভিত্তিতে নয়, মূল্যের ভিত্তিতে ধার্য হবে। ব্যবসার উদ্দেশ্যে খামারে পালিত মৎস্য, হাঁস-মুরগী, গরু-ছাগল ইত্যাদি এবং খামারে উৎপাদিত দুধ, ডিম, ফুটানো বাচ্চা, মাছের রেণু, পোনা ইত্যাদি ব্যবসার সম্পদ হিসাবে যাকাত প্রদান করতে হবে। প্রিয়নবী মুহম্মদ (সা:) পানিতে বাস করা অবস্থায় মাছ ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। মাছ যখন বিক্রির জন্য ধরা হবে তখনই এর যাকাত পরিশোধ করতে হবে। মাঠে মুক্তভাবে চড়ে বেড়ানো গবাদি পশুর যাকাতের হিসেব নিম্নরূপ-

ভেড়া-ছাগল ৪০ থেকে ১২০টি - ১টি ভেড়া বা ছাগল
১২১ থেকে ২০০টি - ২টি ভেড়া বা ছাগল

২০১ থেকে ৪০০টি - ৩টি ভেড়া বা ছাগল

৪০০ থেকে ৪৯৯টি - ৪টি ভেড়া বা ছাগল

৫০০ বা ততোধিক - ৫টি ভেড়া। এরপরে প্রতি শ'তে ১টি করে ভেড়া বা ছাগল।

গরু-মহিষ ৩০ থেকে ৩৯টি - ১টি এক বছরের বাছুর

৪০ থেকে ৪৯টি - ১টি দুই বছরের বাছুর

৫০ থেকে ৫৯টি - ২টি দুই বছরের বাছুর

৬০ থেকে ৬৯টি - ১টি তিন বছরের এবং ১টি দুই বছরের বাছুর

৭০ থেকে ৭৯টি - ২টি তিন বছরের বাছুর

৮০ থেকে ৮৯টি - ৩টি দুই বছরের বাছুর

৯০ থেকে ৯৯টি - ১টি তিন বছরের এবং ২টি দুই বছরের বাছুর

১০০ থেকে ১১৯টি - দুই বছরের বাছুর। এভাবে উর্ধ্বে হিসাব হবে।

10..ঋণগ্রস্থ ও ঋণদাতার যাকাত:

ঋণগ্রস্থ ব্যক্তির যাকাত

কেউ যদি ঋণগ্রস্থ থাকে এবং তার যাকাতযোগ্য মোট সম্পদের মূল্য থেকে মোট ঋণের পরিমান বাদ দিলে তা যদি নিসাব পরিমান (৫২.৫ ভরি রূপার মূল্য) বা তার বেশী হয় তাহলেই তার জন্যে যাকাত ফরজ হয়। এ ক্ষেত্রে যাকাতযোগ্য মোট সম্পদের মূল্য থেকে মোট ঋণের পরিমান বাদ দিয়ে বাকী সম্পদের উপরে শতকরা ২.৫ হারে যাকাত দিতে হবে।

ঋণদাতার যাকাত

ঋণদাতা যে টাকা ঋণ দিয়েছে তা ফেরত পাওয়ার নিশ্চয়তা থাকলে সেই টাকাও যাকাতযোগ্য হবে। অর্থাৎ এর যাকাত দিতে হবে। যদি ঋণগ্রহীতা ঋনের টাকা অস্বীকার করে আর ঋণের কোন দলিলপত্র থাকে যা আদালতে প্রদর্শন করে ঋন ফেরত পাওয়া যাবে তাহলেও ঋণ দেওয়া টাকার যাকাত দিতে হবে।

11..যাকাতমুক্ত সম্পদ:

যাকাতমুক্ত সম্পদ সম্পর্কে হযরত মুহাম্মদ [স.] বলেছেন, বাসস্থানের জন্য নির্মিত ঘরসমূহ, ঘরে ব্যবহার্য দ্রব্যাদি, আরোহণের জন্য পশু, চাষাবাদ ও অন্যান্য আবশ্যকীয় কাজে ব্যবহৃত পশু, কাঁচা তরিতরকারিসমূহ এবং মৌসুমী ফলসমূহ যা বেশিদিন সংরক্ষণ করা যায় না, অল্পদিনে নষ্ট হয়ে যায়, এমন ফসলে যাকাত নেই। যদিও হানাফি মাযহাব অনুসারে নিজে নিজে উৎপন্ন দ্রব্যাদি, যথা বৃক্ষ, ঘাস এবং বাঁশব্যতীত অন্য সমস্ত শস্যাদি, তরিতরকারি ও ফলসমূহের যাকাত দিতে হয়।

হাদিসের আলোকে যেসকল সম্পদসমূহকে যাকাত থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে, সেগুলো হলো: জমি ও বাড়িঘর; মিল, ফ্যাক্টরি, ওয়্যারহাউজ বা গুদাম ইত্যাদি; দোকান; এক বছরের কম বয়সের গবাদি পশু; ব্যবহার্য যাবতীয় পোশাক; বই, খাতা, কাগজ ও মুদ্রিত সামগ্রী; গৃহের যাবতীয় আসবাবপত্র, বাসন-কোসন ও সরঞ্জামাদি, তৈলচিত্র ও স্ট্যাম্প; অফিসের যাবতীয় আসবাব, যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম ও নথি; গৃহপালিত সকলপ্রকার মুরগী ও পাখি; কলকব্জা, যন্ত্রপাতি ও হাতিয়ার ইত্যাদি যাবতীয় মূলধনসামগ্রী; চলাচলের যন্তু ও গাড়ি; যুদ্ধাস্ত্র ও যুদ্ধ-সরঞ্জাম; ক্ষণস্থায়ী বা পঁচনশীল যাবতীয় কৃষিপণ্য; বপন করার জন্য সংরক্ষিত বীজ; যাকাতবর্ষের মধ্যে পেয়ে সেবছরই ব্যয়িত সম্পদ; দাতব্য বা জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের সম্পদ, যা জনস্বার্থে নিয়োজিত; সরকারি মালিকানাধীন নগদ অর্থ, স্বর্ণ-রৌপ্য এবং অন্যান্য সম্পদ। যে ঋণ, ফেরত পাবার আশা নেই (স্থায়ী কুঋণ), তার উপর যাকাত ধার্য হবে না।

12..ব্যাংকে সঞ্চিত অর্থের যাকাত:

ব্যাংকে প্রধানত দুই ধরনের একাউন্ট থাকে। যথা-

১) কারেন্ট একাউন্ট। এক্ষেত্রে কেবলমাত্র টাকা জমা রাখা হয়; কোনো লাভ অথবা লস নেই।
২) সেভিংস একাউন্ট। এক্ষেত্রে আসল টাকার পাশাপাশি কিছু লভ্যাংশ জমা হয়।

কারেন্ট অথবা সেভিংস উভয় একাউন্টের ক্ষেত্রে একাউন্ট হোল্ডার টাকা ভাঙ্গাতে পারেন, সেক্ষেত্রে তিনি লভ্যাংশ পান অথবা না পান। কেননা ব্যাংকগুলো সময়সীমা নির্ধারণ করে দেয় যে, কতটুকু সময়ের আগে টাকা তুলে নিলে লভ্যাংশ পাবে না।

অতএব উভয় একাউন্টের ক্ষেত্রে জমাকৃত আসল টাকার পরিমাণ যদি এককভাবে অথবা অন্যান্য যাকাতযোগ্য সম্পদের সাথে মিলে নিসাব পরিমাণে পৌঁছে, তাহলে এর যাকাত দিতে হবে। এ ব্যাপারে আলিমগণ একমত।

অপরদিকে লভ্যাংশের ক্ষেত্রে যাকাতের বিধান হলো- একাউন্ট হোল্ডার যদি তা শরীয়তসম্মত উপায়ে পরিচালিত ব্যাংক থেকে লভ্যাংশ পেয়ে থাকেন, তাহলে তা যাকাতযোগ্য হিসাবে গণ্য হবে এবং এর যাকাত দিতে হবে। পক্ষান্তরে যদি তিনি সুদভিত্তিক সিস্টেমে পরিচালিত ব্যাংক থেকে লভ্যাংশ পেয়ে থাকেন, তাহলে তা যাকাতযোগ্য হবে না। কেননা তা ভোগ করা তার জন্য জায়েয নয়; বরং সেটা জনকল্যাণমূলক খাতে সাওয়াবের নিয়ত ব্যতিরেকে ব্যয় করে দিতে হবে। তাই এর উপর যাকাত প্রযোজ্য হবে না

13..সামুদ্রিক সম্পদের যাকাত :

সাগর থেকে যেসব সম্পদ পাওয়া যায় কিংবা অর্জিত হয় যেমন- মণি-মুক্তা, সেগুলোর উপর যাকাত প্রযোজ্য হবে না। এ ব্যাপারে সকল আলেম একমত। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসব সম্পদ থেকে যাকাত গ্রহণ করেননি। তবে কেউ যদি এগুলো পাওয়ার পর তা দিয়ে ব্যবসা করে, তাহলে ব্যবসায়িক পণ্য হিসাবে তার উপর যাকাত প্রযোজ্য হবে।

একইভাবে কেউ যদি সাগর থেকে মাছ প্রাপ্ত হন, তাহলেও তাতে যাকাত দিতে হবে না। এ ব্যাপারে আবূ 'উবায়েদ আল-কাসিম ইবন সাল্লাম ও ইবনু হাযম আলেমদের ইজমা' উল্লেখ করেছেন। কিন্তু যদি কেউ সাগর থেকে প্রাপ্ত মাছ দিয়ে ব্যবসা করে, তাহলে ব্যবসায়িক পণ্য হিসাবে তার উপর যাকাত প্রযোজ্য হবে।

14..হারাম সম্পদের যাকাত :

হারাম সম্পদ হলো সেই সম্পদ, যা হারামভাবে কারো নিকট আসে; হতে পারে সেটা অর্জনের পথ বা মাধ্যমটা হারাম যেমন- চুরি, ছিনতাই, সুদ, ঘুষ ইত্যাদি অথবা হতে পারে সেই সম্পদটাই হারাম যেমন- মদ, শূকর কিংবা নেশাজাতীয় দ্রব্য। অতএব শরীয়ত যে সম্পদকে বাহ্যিক কিংবা অন্তর্নিহিত কোনো কারণে হারাম বলে ঘোষণা করেছে, সেটা হারাম সম্পদ হিসাবে গণ্য।

প্রধানত দু'টি কারণে সম্পদ হারাম হয়ে যায়। যথা-

১) মালিকের অনুমতি ছাড়া অবৈধভাবে সম্পদ গ্রহণ করা। এটা বিভিন্নরকম হতে পারে। যেমন-

✔ চুরি করা।

✔ ঘুষ দিতে বাধ্য করা।

✔ জোরপূর্বক কারো কাছ থেকে সম্পদ গ্রহণ করা। যেমন- ছিনতাই করা, ডাকাতি করা।

✔ কোনোকিছু আটকে রাখা কিংবা স্টক করে রেখে কৃত্রিম সংকট তৈরি করা।

✔ রিবা তথা সুদের মাধ্যমে সম্পদ অর্জন করা। কেননা সম্পদের মূল মালিক হলেন আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন। আর তিনি সুদের অনুমতি দেননি।

✔ প্রতারণার মাধ্যমে সম্পদ অর্জন করা। যেমন- বেচাকেনার ক্ষেত্রে মিথ্যা বলা, জাল কিংবা ভেজাল পণ্য তৈরি করা বা বেচাকেনা করা ইত্যাদি।

২) যেসব সম্পদ শরীয়ত হারাম ঘোষণা করেছে, যদিও মালিকের অনুমতি থাকে। এটাও বিভিন্নরকম হয়ে থাকে। যেমন-

✔ জুয়া।

✔ হারাম পণ্য বেচাকেনা করা। যেমন- মদ, শূকর কিংবা নেশাজাতীয় দ্রব্য।

✔ দেহব্যবসা করা।

কোনো ব্যক্তি যদি হারাম সম্পদের সাথে সম্পৃক্ত হন, তাহলে এর কয়েকটি অবস্থা হতে পারে এবং অবস্থাভেদে করণীয় বিভিন্নরকম হতে পারে। যেমন-

প্রথম অবস্থা : মোট সম্পদের মধ্যে হারাম সম্পদ চিহ্নিত করা সম্ভব হওয়া এবং কীভাবে হারাম সম্পদ অর্জিত হয়েছে, তা জানা থাকা।

এক্ষেত্রে হারাম সম্পদের যাকাত দিতে হবে না। কারণ হারাম সম্পদের উপর যাকাত প্রযোজ্য হয় না। এমতাবস্থায় সেই হারাম সম্পদকে চিহ্নিত করে তা প্রকৃত মালিককে ফিরিয়ে দিতে হবে। যদি প্রকৃত মালিক জীবিত না থাকে, তাহলে তার ওয়ারিশদেরকে ফিরিয়ে দিবে। আর যদি প্রকৃত মালিক কিংবা ওয়ারিশদের কাউকে না চেনার কারণে অথবা অন্য কোনো কারণে সম্পদ ফিরিয়ে দিতে না পারে, তাহলে জনকল্যাণমূলক কাজে সাওয়াবের নিয়ত ব্যতিরেকে ব্যয় করে দিবে।

অতএব হারাম সম্পদ নিজেও ভোগ করা যাবে না এবং তা থেকে যাকাতও দেওয়া যাবে না; বরং তার মালিককে ফিরিয়ে দিতে হবে। তবে কিছুক্ষেত্রে হারাম সম্পদ ফিরিয়ে দেয়া যাবে না। যেমন- হারাম পণ্য বেচাকেনা কিংবা দেহব্যবসার মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ মদের ক্রেতা কিংবা খদ্দেরের নিকট ফিরিয়ে দেয়া যাবে না; বরং তা কেবল জনকল্যাণমূলক কাজে সাওয়াবের নিয়ত ব্যতিরেকে ব্যয় করে দিবে।

দ্বিতীয় অবস্থা : মোট সম্পদের সাথে হারাম সম্পদ মিশে থাকা এবং তা চিহ্নিত করা সম্ভব না হওয়া।

এক্ষেত্রে যাদের থেকে হারাম সম্পদ অর্জন করেছে, তাদেরকে খুঁজে বের করে প্রবল ধারণা ও বিবেক-বিবেচনার মাধ্যমে অনুমান করে হারাম সম্পদ ফিরিয়ে দিবে। এক্ষেত্রে যদি তারা জীবিত না থাকে, তাহলে তাদের ওয়ারিশদেরকে সম্পদ ফিরিয়ে দিবে। আর যদি তাদেরকে কিংবা তাদের ওয়ারিশদেরকে খুঁজে বের করতে না পারে অথবা অন্য কোনো কারণে তাদেরকে সম্পদ ফিরিয়ে দিতে না পারে, তাহলে জনকল্যাণমূলক কাজে সাওয়াবের নিয়ত ব্যতিরেকে ব্যয় করে দিবে।

তৃতীয় অবস্থা : হারাম সম্পদ চিহ্নিত করা সম্ভব না হওয়া এবং কীভাবে হারাম সম্পদ অর্জিত হয়েছে সেটা জানা না থাকা।

এক্ষেত্রে প্রবল ধারণা ও বিবেক-বিবেচনার মাধ্যমে অনুমান করে হারাম সম্পদ জনকল্যাণমূলক কাজে সাওয়াবের নিয়ত ব্যতিরেকে ব্যয় করে দিবে। একইভাবে কারো সম্পদে যদি অন্য কারো মালিকানা থাকে অথচ তাদেরকে সে না চেনে, তাহলে জনকল্যাণমূলক কাজে তা সাওয়াবের নিয়ত ব্যতিরেকে ব্যয় করে দিবে।

হারাম সম্পদে যাকাত প্রযোজ্য না হওয়ার কারণ হলো- হারাম সম্পদ হলো নিকৃষ্ট ও অপবিত্র। আর আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন হলেন পবিত্র। তাই তিনি পবিত্র ব্যতীত গ্রহণ করেন না। এছাড়া যাকাতের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো- ব্যক্তি ও তার সম্পদকে পবিত্র করা। আর যদি সেখানে অপবিত্র সম্পদ যাকাত হিসাবে ব্যবহার করা হয়, তাহলে ব্যক্তি কিংবা তার সম্পদ কোনোটাই পবিত্র হবে না; এক্ষেত্রে করণীয় হলো- সেসব সম্পদ থেকে নিজেকে মুক্ত করা ও তার প্রকৃত মালিককে তা ফিরিয়ে দেওয়া।

হারাম সম্পদের যাকাত সম্পর্কে কুয়েতের ফিকহ এনসাইকোপিডিয়াতে এসেছে যে,

المال الحرام كالمأخوذ غصبا أو سرقة أو رشوة أو ربا أو نحو ذلك ليس مملوكا لمن هو بيده، فلا تجب عليه زكاته؛ لأن الزكاة تمليك، وغير المالك لا يكون منه تمليك؛ ولأن الزكاة تطهر المزكي وتطهر المال المزكى لقوله تعالى: {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها} (سورة التوبة) وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صدقة من غلول (أخرجه مسلم). والمال الحرام كله خبث لا يطهر، والواجب في المال الحرام رده إلى أصحابه إن أمكن معرفتهم وإلا وجب

إخراجه كله عن ملكه على سبيل التخلص منه لا على سبيل التصدق به، وهذا متفق عليه بين أصحاب المذاهب.

“হারাম সম্পদ যেমন- জোর করে আত্মসাৎ করা কিংবা চুরি, ঘুষ, সুদ অথবা অন্য পন্থায় গ্রহণ করা সম্পত্তি যার হাতে থাকে, তার মালিকানাভুক্ত হবে না। সুতরাং তার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে না; কেননা যাকাতের জন্য তামলীক তথা সম্পত্তির মালিকানা সাব্যস্ত হতে হবে। অথচ এ সম্পদের যিনি মালিক নন, তার তামলীক সাব্যস্ত হয়নি। তদুপরি যাকাতদাতাকে ও যাকাত দেয়া সম্পত্তির পবিত্রতা সাধন করে থাকে যাকাত। কেননা আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন, “তাদের সম্পদ থেকে সাদাকাহ গ্রহণ করুন। এর মাধ্যমে তাদেরকে আপনি পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করবেন।” (সূরা আত-তাওবাহ : ১০৩)

আর নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “আত্মসাৎকৃত সম্পত্তির সাদাকাহ কবুল হয় না।” [সহীহ মুসলিম] সুতরাং হারাম মালের সবটাই নিকৃষ্ট যা পবিত্র হয় না। অতএব হারাম মালের ক্ষেত্রে ওয়াজিব হলো- ঐ সম্পদের মালিকদের চিহ্নিত করা গেলে তাদের কাছে ঐ সম্পদ ফিরিয়ে দেয়া; আর তা সম্ভব না হলে এ সম্পদের পুরোটাই নিজ মালিকানা থেকে বের করে দেয়া, তবে সাদাকাহ করা বিধেয় নয়। এ মতটির উপর সকল মাযহাবের অনুসারীরা ঐক্যবদ্ধ”।

15..যাকাত আদায়ের পূর্বে মৃত্যু হলে যাকাত মাফ হবে কিনা :

কারো উপর যাকাত ফরয হওয়ার পর সে যদি যাকাত আদায়ের পূর্বেই মারা যায়, তবুও তার উপর থেকে যাকাত মাফ হবে না; বরং তার সম্পদ থেকে যাকাত বের করতে হবে, এক্ষেত্রে সে অসিয়ত করুক অথবা না করুক, সর্বাবস্থায় তার রেখে যাওয়া সম্পদ থেকে যাকাত প্রদান করতে হবে। এটা

মালেকী, শাফে‘ঈ, হাম্বলী ও যাহেরী মাযহাবসহ অধিকাংশ আলেমের অভিমত। এ মতের পক্ষে দলীল হলো আল্লাল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন বলেছেন,

﴿مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍۗ ﴾ [النساء: ١١]

“অসিয়ত পালনের পর, যা দ্বারা সে অসিয়ত করেছে অথবা ঋণ পরিশোধের পর।” (সূরা আন-নিসা : **১১**)

উল্লেখ্য যে, যাকাত হচ্ছে গরীবের হক, তাই বাকি থাকা যাকাত এক প্রকার ঋণ, যা মৃত্যুর পরও পরিশোধ করতে হবে। এছাড়া হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে,

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ فَقَالَ: «لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ، أَكُنْتَ قَاضِيَهُ عَنْهَا؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى.«

এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল, আমার মা মারা গেছেন এবং তার এক মাসের সিয়াম বাকি আছে। আমি কি তার পক্ষ থেকে এটা আদায় করে দিবো? তখন তিনি বললেন, “যদি তোমার মায়ের উপর ঋণ থাকতো, তাহলে তুমি কি তা তার পক্ষ থেকে পরিশোধ করে দিতে?” সে বলল, হ্যাঁ। এবার তিনি বললেন, “তাহলে আল্লাহর ঋণ তো পরিশোধিত হবার সবচেয়ে বেশি দাবীদার।” [সহীহ মুসলিম, হা/২৫৮৪]

সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, যাকাত আদায়ের পূর্বে মৃত্যু হলে তার রেখে যাওয়া সম্পদ থেকে যাকাত আদায় করে দিতে হবে, কারণ এটা এমন এক

প্রকার ঋণ বা দায়, যা স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন ধনীদের উপর ফরয করেছেন।

16..একাধিক বছরের যাকাত জমা হয়ে গেলে সেই যাকাত প্রদানের পদ্ধতি :

যাকাত ফরয হওয়ার পরও কেউ যদি একাধিক বছর যাকাত না দিয়ে থাকেন, তাহলে তাকে পূর্বের প্রত্যেক বছরের যাকাত দিতে হবে। এক্ষেত্রে কেবল পূর্বের এক বছরের যাকাত দিলে তা যথেষ্ট হবে না। এ ব্যাপারে সকল মাযহাবের আলেমগণ একমত। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى.»

“আর আল্লাহর ঋণ তো পরিশোধিত হবার সবচেয়ে বেশি দাবীদার।” [সহীহ মুসলিম, হা/২৫৮৪]

অতএব যাকাত এমন এক প্রকার দায়, যা প্রদান না করা পর্যন্ত এর দায় থেকে মুক্ত হওয়ার কোনো সুযোগ নেই।

17..বিলম্বে যাকাত প্রদানের বিধান:

মৌলিকভাবে যাকাত আদায়ে ইচ্ছাকৃতভাবে বিলম্ব করার অনুমতি নেই। তবে যদি অধিক কল্যাণের জন্য কিছুটা বিলম্ব করার প্রয়োজন হয় কিংবা যাকাত পাওয়ার অধিক হকদার ব্যক্তিকে যাকাত দিতে কিছুটা বিলম্ব হয় অথবা নিজ এলাকায় যাকাত পাওয়ার উপযুক্ত কেউ না থাকায় অন্য এলাকায় পৌঁছে

দিতে কিছুটা বিলম্ব হয়, সেক্ষেত্রে যাকাত আদায়ে কিছুটা বিলম্ব করার অনুমতি রয়েছে। অতএব অধিক কল্যাণ, প্রয়োজন কিংবা পরিস্থিতির কারণে কিছুটা বিলম্বে যাকাত দেওয়া জায়েয। এটা শাফে‘ঈ ও হাম্বলী মযহাবের ফকীহদের অভিমত এবং এ অভিমতকে গ্রহণ করেছেন আবূ ‘উবায়েদ আল-কাসিম ইবন সাল্লাম ও শাইখ উসাইমীন। তারা শর্তসাপেক্ষে যাকাত আদায়ে বিলম্ব করা জায়েয হওয়ার কারণ হিসাবে উল্লেখ করেছেন যে,

(১) যেহেতু সাধারণ ঋণ কিছুটা বিলম্বে পরিশোধ করা জায়েয, সেহেতু যাকাত আদায়ে বিলম্ব করার প্রয়োজন দেখা দিলে তা জায়েয হওয়াই সঙ্গত। অন্যথায় তাড়াহুড়োর কারণে যেনতেন জায়গায় যাকাত দেওয়া হতে পারে।

(২) সাধারণভাবে নিজ এলাকায় যাকাত দেওয়ার বিধান থাকা সত্ত্বেও যাকাত পাওয়ার উপযুক্ত লোক না থাকার কারণে যেমন অন্য এলাকায় যাকাত দেওয়া জায়েয, তেমনি যখন যাকাত ফরয হয়েছে, তখনই যাকাত আদায়ের বিধান থাকলেও যদি কিছুকাল অতিবাহিত হওয়ার পর যাকাত দেওয়া অধিক কল্যাণকর হয়, তাহলে তা জায়েয হওয়াই যুক্তিসঙ্গত।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : কেউ যদি যাকাত আদায়ে কিছুকাল বিলম্ব করে এবং ইতোমধ্যে তার সম্পদ বেড়ে যায়, তবুও তাকে পূর্বের হিসাব অনুযায়ী যাকাত দিতে হবে; নতুন সম্পদের যাকাত দিতে হবে না। যেমন- কেউ রমাদান মাসে হিসাব করে দেখল যে, তার যাকাতযোগ্য মোট অর্থের পরিমাণ ১০ লাখ টাকা, সে হিসাবে তার মোট সম্পদের ২.৫% তথা যাকাতের পরিমাণ নির্ধারিত হলো ২৫ হাজার টাকা। কিন্তু যাকাত আদায় না করে দুই মাস বিলম্ব করার পর দেখা গেল তার মোট অর্থের পরিমাণ বেড়ে গিয়ে ১২ লাখ টাকায় পৌঁছে গেছে, সে হিসাবে তার মোট সম্পদের ২.৫% যদিও ৩০ হাজার টাকা, কিন্তু তাকে যাকাত দিতে হবে পূর্বের হিসাব অনুযায়ী ২৫ হাজার

টাকা। কেননা নতুন সম্পদের উপর এখনও এক বছর অতিবাহিত হয়নি, ফলে নতুন সম্পদের উপর যাকাত ফরয হয়নি।

18..যাকাতের সম্পদ জানিয়ে দেওয়া শর্ত কিনা :

কাউকে যাকাত দেয়ার সময় তাকে এটা জানিয়ে দেয়া শর্ত নয় যে, এটা যাকাত। এটি হলো মালেকী ও হাম্বলী মাযহাবের ফকীহদের অভিমত, শাইখ উসাইমীন এ অভিমতকে সমর্থন করেছেন এবং সৌদি আরবের স্থায়ী ফাতাওয়া কমিটি "ফাতাওয়া আল-লাজনা আদ-দাইমাহ" এ অভিমতের পক্ষে মত ব্যক্ত করেছে। কারণ হিসাবে সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যাকাত গ্রহীতাকে যদি জানিয়ে দেয়া হয় যে, এটা যাকাত, তাহলে সে অপমানিত কিংবা বিব্রত বোধ করতে পারে। তাই তাকে যাকাতের ব্যাপারে জানানো জরুরী নয়। তবে যদি তাকে জানালে সে বিব্রত বোধ না করে, তাহলে তাকে জানাতে অসুবিধা নেই। কারণ সেটা জায়েয।

19..যাকাত বণ্টনের খাতসমূহ:

পবিত্র কুরআনের সূরা আত-তাওবার ৬০ নাম্বার আয়াতে যাকাত বন্টনে আটটি খাত আল্লাহ তায়ালা নির্ধারন করেছেন। এই খাতগুলো সরাসরি কুরআন দ্বারা নির্দ্দিষ্ট, এবং যেহেতু তা আল্লাহ'র নির্দেশ, তাই এর বাইরে যাকাত বণ্টন করলে যাকাত, ইসলামী শরিয়তসম্মত হয় না।

ফকির (যার কিছুই নেই)
মিসকীন (যার নেসাব পরিমাণ সম্পদ নেই)
যাকাত আদায়ে নিযুক্ত কর্মচারী (যার অন্য জীবিকা নেই)

(অমুসলিমদের) মন জয় করার জন্য
ক্রীতদাস (মুক্তির উদ্দেশ্যে)
ধনী সম্পদশালী ব্যক্তি যার সম্পদের তুলনায় ঋণ বেশী
(স্বদেশে ধনী হলেও বিদেশে) আল্লাহর পথে জেহাদে রত ব্যক্তি
মুসাফির (যিনি ভ্রমণকালে অভাবে পতিত)
হাদিসমতে, এগুলো ফরয সাদকাহের খাত, এবং নফল সাদকাহ এই আট খাতেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং এর পরিসর আরো প্রশস্ত। উল্লেখিত খাতসমূহে যাকাত বণ্টন করতে সঠিক পন্থায়। অনেকে যাকাতের অর্থে শাড়ি ক্রয় করে তা বন্টন করে থাকেন। এভাবেও যাকাত আদায় হয়ে গেলেও এভাবে আসলে প্রকৃতপক্ষে যাকাত গ্রহণকারীর তেমন উপকার হয় না। তাই যাকাত বন্টনের উত্তম পন্থা হলো: যাকাত যাদেরকে প্রদান করা যায়, তাদের একজনকেই বা একটি পরিবারকেই যাকাতের সম্পূর্ণ অর্থ দিয়ে স্বাবলম্বী করে দেয়া।

20..যাকাতের ফযীলত :

কুরআন ও সুন্নাহয় যাকাতের অনেক ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে কতিপয় ফযীলত নিচে উল্লেখ করা হলো :

১) সালাতের পরই যাকাতের স্থান। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন আল-কুরআনের বহু জায়গায় সালাত প্রতিষ্ঠা করার নির্দেশ প্রদানের পরই যাকাত আদায়ের নির্দেশ প্রদান করেছেন। যেমন- আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন,

﴿وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَۚ وَمَا تُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُم مِّنۡ خَيۡرٖ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ ١١٠﴾ [البقرة: ١١٠]

“তোমরা সালাত প্রতিষ্ঠা করো এবং যাকাত দাও। তোমরা নিজের জন্য পূর্বে যে সৎকর্ম প্রেরণ করবে, তা আল্লাহর কাছে পাবে। তোমরা যা কিছু করো, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা প্রত্যক্ষ করেন।” (সূরা আল-বাকারা : ১১০)

এরকম বহু আয়াতে সালাত ও যাকাত পাশাপাশি উল্লেখের ফলে যাকাতের ফযীলত, গুরুত্ব ও মর্যাদা সহজেই উপলব্ধ হয়। সালাতের পর পরই যাকাতের নির্দেশ প্রদানের বিষয়টি প্রমাণ বহন করে যে, সালাতে পরই যাকাতের স্থান।

হাদীসেও সালাতের পরই যাকাতকে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন ‘আবদুল্লাহ ইবন ওমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

»بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ.«

“ইসলামের স্তম্ভ হচ্ছে পাঁচটি :

১. সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ ব্যতীত (সত্যিকার) কোনো ইলাহ নেই এবং নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূল,
২. সালাত প্রতিষ্ঠা করা,
৩. যাকাত আদায় করা,
৪. হজ্জ সম্পাদন করা এবং
৫. রমাদানের সিয়াম পালন করা।” [সহীহ বুখারী, হা/৮, সহীহ মুসলিম, হা/২১, তিরমিযী, হা/২৬০৯]

২) যাকাত হলো তাকওয়ার অন্যতম আলামত এবং জান্নাতে প্রবেশ করার অন্যতম একটি উপায়। কেননা আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন,

﴿إِنَّ ٱلۡمُتَّقِينَ فِي جَنَّٰتٖ وَعُيُونٍ ١٥ ءَاخِذِينَ مَآ ءَاتَىٰهُمۡ رَبُّهُمۡۚ إِنَّهُمۡ كَانُواْ قَبۡلَ ذَٰلِكَ مُحۡسِنِينَ ١٦ كَانُواْ قَلِيلٗا مِّنَ ٱلَّيۡلِ مَا يَهۡجَعُونَ ١٧ وَبِٱلۡأَسۡحَارِ هُمۡ يَسۡتَغۡفِرُونَ ١٨ وَفِيٓ أَمۡوَٰلِهِمۡ حَقّٞ لِّلسَّآئِلِ وَٱلۡمَحۡرُومِ ١٩ ﴾ [الذاريات: ١٥، ١٩]

"মুত্তাকীগণ জান্নাতে ও প্রস্রবণে থাকবে। এমতাবস্থায় যে, তারা গ্রহণ করবে যা তাদের পালনকর্তা তাদেরকে দিবেন। নিশ্চয়ই ইতোপূর্বে তারা ছিল সৎকর্মপরায়ণ, তারা রাত্রির সামান্য অংশেই নিদ্রা যেত, রাতের শেষ প্রহরে তারা ক্ষমাপ্রার্থনা করত এবং তাদের ধন-সম্পদে প্রার্থী ও বঞ্চিতের হক ছিল।" (সূরা আয-যারিয়াত : **১৫-১৯**)

অতএব সম্পদের মধ্য হতে দুঃস্থ ও বঞ্চিত মানুষদেরকে তাদের হক দেওয়া অর্থাৎ যাকাত প্রদান করা মুত্তাকী কিংবা সৎকর্মশীলদের বৈশিষ্ট্য। সুতরাং যাকাত প্রদান করা তাকওয়ার আলামত এবং জান্নাতে যাওয়ার পাথেয়। এর সমর্থনে বহু হাদীস রয়েছে। যেমন আবুদ দারদা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

»خَمْسٌ مَنْ جَاءَ بِهِنَّ مَعَ إِيمَانٍ دَخَلَ الْجَنَّةَ: مَنْ حَافَظَ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ عَلَى وُضُوئِهِنَّ وَرُكُوعِهِنَّ وَسُجُودِهِنَّ وَمَوَاقِيتِهِنَّ، وَصَامَ رَمَضَانَ، وَحَجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، وَأَعْطَى الزَّكَاةَ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ، وَأَدَّى الأَمَانَةَ.«

"যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে পাঁচটি কাজ করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। যথা- (১) যে ব্যক্তি উত্তমরূপে অযূ ও রুকূ'-সাজদাহ সহকারে নির্ধারিত সময়ে সালাত আদায় করবে, (২) রমাদান মাসের সিয়াম পালন করবে, (৩)

পথ খরচের সামর্থ্য থাকলে হাজ্জ করবে, (৪) সন্তুষ্ট চিত্তে যাকাত আদায় করবে এবং (৫) আমানত আদায় করবে।” [আবূ দাঊদ, হা/৪২৯। শাইখ আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।]

৩) যাকাত হলো কিয়ামতের দিন যাবতীয় নিরাপত্তা লাভ এবং যেকোনো ধরনের ভয়ভীতি ও ত্রাস থেকে মুক্তি লাভের মাধ্যম। কেননা আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন বলেছেন,

﴿ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمۡوَٰلَهُم بِٱلَّيۡلِ وَٱلنَّهَارِ سِرّٗا وَعَلَانِيَةٗ فَلَهُمۡ أَجۡرُهُمۡ عِندَ رَبِّهِمۡ وَلَا خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُونَ ٢٧٤ ﴾ [البقرة: ٢٧٤]

“যারা স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে, রাত্রে ও দিনে, গোপনে ও প্রকাশ্যে। তাদের জন্য তাদের সাওয়াব রয়েছে তাদের পালনকর্তার কাছে। তাদের কোনো আশংকা নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না।” (সূরা আল-বাকারা : ২৭৪)

অতএব যাকাতদাতাগণ হলে পরম সৌভাগ্যবান। যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সম্পদ ব্যয় করতে চান, তাদেরকে আগে যাকাত প্রদান করতে হবে। কেননা এটি ফরয। আর অন্যান্য সাদাকাহ হচ্ছে নফল। তাই আগে ফরয আদায় করে তারপর নফল আদায় করতে হবে।

৪) যাকাত হলো সম্পদে প্রবৃদ্ধি অর্জনের অন্যতম মাধ্যম। কেননা আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন বলেন,

﴿وَمَآ ءَاتَيۡتُم مِّن رِّبٗا لِّيَرۡبُوَاْ فِيٓ أَمۡوَٰلِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرۡبُواْ عِندَ ٱللَّهِۖ وَمَآ ءَاتَيۡتُم مِّن زَكَوٰةٖ تُرِيدُونَ وَجۡهَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُضۡعِفُونَ ٣٩ ﴾ [الروم: ٣٩]

“মানুষের ধন-সম্পদে তোমাদের ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পাবে, এই আশায় তোমরা সুদে যা কিছু দাও, আল্লাহর কাছে তা বৃদ্ধি পায় না। পক্ষান্তরে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় পবিত্র অন্তরে যারা দিয়ে থাকে, তারাই দ্বিগুণ লাভ করে।” (সূরা আর-রূম : ৩৯)

অতএব যাকাতদাতাগণই হলেন প্রকৃত প্রবৃদ্ধি অর্জনকারী। কেননা যাকাত প্রদানের মাধ্যমে তাদের পার্থিব সম্পদ বৃদ্ধি পায়, আবার পরকালীন জীবনেও তাদের জন্য রয়েছে মহা পুরস্কার।

(৫) যাকাত হলো আল্লাহর নিকট সিদ্দীক ও শহীদ হিসাবে গৃহীত হওয়ার অন্যতম পাথেয়। এ প্রসঙ্গে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, ‘আমর ইবন মুররাহ আল-জুহানী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন,

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ شَهِدْتُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ، وَصَلَّيْتُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ، وَأَدَّيْتُ الزَّكَاةَ، وَصُمْتُ رَمَضَانَ وَقُمْتُهُ، فممن أنا؟ قال: «من الصديقين والشهداء.«

এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল, যদি আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো (সত্যিকার) ইলাহ নেই এবং আপনি আল্লাহর রাসূল, আর পাঁচ ওয়াক্ত সালাত পড়ি, যাকাত প্রদান করি এবং রমাদানের সিয়াম ও কিয়াম পালন করি, তাহলে আমি কোন ব্যক্তি বলে আপনি মনে করেন? তিনি বললেন, “তুমি সিদ্দীক ও শহীদের অন্তর্ভুক্ত”। [সহীহ ইবন হিব্বান, হা/৩৪৩৮। ইমাম বুখারী ও মুসলিমের শর্তে হাদীসটির সনদ সহীহ।]

৬) যাকাত হলো ঈমানের স্বাদ গ্রহণের অন্যতম উপায়। কেননা যাকাত প্রদানের মাধ্যমে অস্বচ্ছল ব্যক্তি স্বচ্ছল হয় এবং ক্ষুধার্ত ব্যক্তি খাদ্য পায়। ‘আবদুল্লাহ ইবন মু‘আওয়িয়াহ আল-গাদিরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

»ثَلَاثٌ مَنْ فَعَلَهُنَّ فَقَدْ طَعِمَ طَعْمَ الْإِيمَانِ: مَنْ عَبَدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَأَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَعْطَى زَكَاةَ مَالِهِ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ، رَافِدَةً عَلَيْهِ كُلَّ عَامٍ، وَلَا يُعْطِي الْهَرِمَةَ، وَلَا الدَّرِنَةَ، وَلَا الْمَرِيضَةَ، وَلَا الشَّرَطَ اللَّئِيمَةَ، وَلَكِنْ مِنْ وَسَطِ أَمْوَالِكُمْ، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَسْأَلْكُمْ خَيْرَهُ، وَلَمْ يَأْمُرْكُمْ بِشَرِّهِ.«

“যে ব্যক্তি তিনটি কাজ করেছে সে ঈমানের স্বাদ পেয়েছে। যথা- (১) যে এক আল্লাহর ইবাদাত করে। (২) এ বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো (সত্যিকার) ইলাহ নেই। (৩) যে স্বতঃস্ফূর্ত মনে নিঃসঙ্কোচে প্রতি বছর তার মালের যাকাত দেয়। বৃদ্ধ বয়সের রোগগ্রস্থ, ক্রটিপূর্ণ ও নিকৃষ্ট মাল যাকাত দেয় না; বরং মধ্যম মানের যাকাত দিয়ে থাকে। কেননা আল্লাহ তোমাদের উৎকৃষ্ট সম্পদ চান না এবং তোমাদের নিকৃষ্ট দেয়ারও নিদের্শ করেন না।” [আবূ দাঊদ, হা/১৫৮২। হাদীসটি সহীহ।]

যাকাত প্রদানের মাধ্যমে মু’মিন ব্যক্তির অন্তর আনন্দে ভরে যায়। কেননা সে এর দ্বারা তার রবকে সন্তুষ্ট করে থাকে, আল্লাহর বান্দাদেরকে সন্তুষ্ট করে থাকে এবং অসহায়দের পাশে দাঁড়ানোর মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়নে অবদান রেখে থাকে। তাই সুন্দর ঈমানের অধিকারী ব্যক্তিগণ যাকাত প্রদানের ফলে অন্তরে প্রফুল্লতা অনুভব করে। যাকাত প্রদানের ফলে মনের কলুষতা, হতাশা, মানসিক অসুস্থতা ইত্যাদি থেকে মুক্তি লাভ করা সহজ হয়।

21..যাকাত আদায় না করার পরিণতি :

যাকাত আদায় না করার অনেক ভয়াবহ পরিণতি কুরআন ও সুন্নাহয় বর্ণিত হয়েছে। যেমন-

১) যাকাত আদায় না করলে কিয়ামতের দিন সম্পদকে বেড়ী হিসাবে গলায় পরিয়ে দেওয়া হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন,

﴿وَلَا يَحۡسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبۡخَلُونَ بِمَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦ هُوَ خَيۡرٗا لَّهُمۖ بَلۡ هُوَ شَرّٞ لَّهُمۡۖ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِۦ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِۗ وَلِلَّهِ مِيرَٰثُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٞ ١٨٠ ﴾ [ال عمران: ١٨٠]

"আল্লাহ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে যা দান করেছেন তাতে যারা কৃপণতা করে, এই কার্পন্য তাদের জন্য মঙ্গলকর হবে বলে তারা যেন ধারণা না করে; বরং এটা তাদের পক্ষে একান্তই ক্ষতিকর প্রতিপন্ন হবে। যাতে তারা কার্পন্য করে সে সমস্ত ধন-সম্পদকে কিয়ামতের দিন তাদের গলায় বেড়ী বানিয়ে পরানো হবে। আর আল্লাহ হচ্ছেন আসমান ও যমীনের পরম সত্ত্বাধিকারী। আর যা কিছু তোমরা কর; আল্লাহ সে সম্পর্কে জানেন।" (সূরা আলে 'ইমরান : ১৮০)

যারা যাকাত আদায় করে না, তাদের অনেকেই মনে করে যে, যাকাত প্রদানের ফলে সম্পদ হাত ছাড়া হয়ে যায়। তাই তারা যাকাত আদায় না করে সম্পদ নিজেদের কাছে গচ্ছিত রেখে দেওয়াকে ভালো মনে করে। অথচ তাদেরকে তো এক সময় এই অঢেল সম্পদ ছেড়েই আখিরাতে চলে যেতে হয়। আবার সেই গচ্ছিত সম্পদ কিয়ামতের দিন তাদেরকে গলায় বেড়ী হিসাবে পরিয়ে দেওয়া হয়। সুতরাং যাকাত আদায় না করার পরিণতি খুবই শোচনীয়।

২) যাকাত আদায় না করা হলো মুশরিকদের একটি বৈশিষ্ট্য। এ প্রসঙ্গে আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে যে,

﴿وَوَيۡلٞ لِّلۡمُشۡرِكِينَ ٦ ٱلَّذِينَ لَا يُؤۡتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُم بِٱلۡأٓخِرَةِ هُمۡ كَٰفِرُونَ ٧ ﴾ [فصلت: ٦، ٧]

"আর মুশরিকদের জন্য রয়েছে দুর্ভোগ, যারা যাকাত দেয় না এবং পরকালকে অস্বীকার করে।" (সূরা ফুসসিলাত : ৬-৭)

একজন মুসলিমের বৈশিষ্ট্য কখনওই মুশরিকদের মতো হওয়া উচিৎ নয়। কিন্তু যাকাত আদায় না করলে এক্ষেত্রে মুসলিমের বৈশিষ্ট্য মুশরিকদের মতোই হয়ে যায়।

৩) যাকাত আদায় না করলে কিয়ামতের দিন সম্পদকে জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করে লোহার পাতে রাখা হবে। তারপর সেই লোহার পাত দিয়ে কপালে, পার্শ্বদেশে ও পৃষ্ঠদেশে ছেঁকা দেওয়া হবে যেন সামনের মানুষ কপাল দেখে, ডান ও বাম পাশের মানুষ পার্শ্বদেশ দেখে এবং পেছনের মানুষ পৃষ্ঠদেশ দেখে যাকাত আদায় না করা ব্যক্তিদেরকে চিনতে পারে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন,

﴿يَوۡمَ يُحۡمَىٰ عَلَيۡهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكۡوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمۡ وَجُنُوبُهُمۡ وَظُهُورُهُمۡۖ هَٰذَا مَا كَنَزۡتُمۡ لِأَنفُسِكُمۡ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمۡ تَكۡنِزُونَ ٣٥ ﴾ [التوبة: ٣٥]

"সেদিন জাহান্নামের আগুনে তা উত্তপ্ত করা হবে এবং তার দ্বারা তাদের ললাট, পার্শ্বদেশ ও পৃষ্ঠদেশকে দগ্ধ করা হবে, (সেদিন বলা হবে) এগুলো

যা তোমরা নিজেদের জন্য জমা রেখেছিলে, সুতরাং এখন জমা করে রাখার স্বাদ গ্রহণ করো।" (সূরা আত-তাওবা : ৩৫)

যে ব্যক্তি যাকাত আদায় করবে না, তার সম্পর্কে কিয়ামতের দিন আশেপাশের মানুষ জানতে পারবে যে, সে কতটা ঘৃণিত ব্যক্তি। কেননা সে যাকাত আদায় থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে আল্লাহর অবাধ্যতায় লিপ্ত হয়েছে, আবার মানুষের হকও সে আদায় করেনি।

যাকাত আদায় না করার ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে আবূ হুরায়রাহ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

»مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ، لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا، إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ، فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ، كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيَرَى سَبِيلَهُ، إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ» قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَالْإِبِلُ؟ قَالَ: «وَلَا صَاحِبُ إِبِلٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا، وَمِنْ حَقِّهَا حَلَبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا، إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ، أَوْفَرَ مَا كَانَتْ، لَا يَفْقِدُ مِنْهَا فَصِيلًا وَاحِدًا، تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا وَتَعَضُّهُ بِأَفْوَاهِهَا، كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولَاهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ.«

"সোনা-রূপার অধিকারী যেসব লোক এ হক (যাকাত) আদায় করে না, কিয়ামতের দিন তার ঐ সোনা-রূপা দিয়ে তার জন্য আগুনের অনেক পাত তৈরি করা হবে, অতঃপর তা জাহান্নামের আগুনে গরম করা হবে। অতঃপর তা দিয়ে কপাল, পার্শ্বদেশ ও পৃষ্ঠদেশে দাগ দেয়া হবে। যখনই ঠাণ্ডা হয়ে আসবে পুনরায় তা উত্তপ্ত করা হবে। এরূপ করা হবে এমন একদিন যার

পরিমাণ হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। আর তার এরূপ শাস্তি লোকদের বিচার শেষ না হওয়া পর্যন্ত চলতে থাকবে। অতঃপর তাদের কেউ পথ ধরবে জান্নাতের দিকে আর কেউ জাহান্নামের দিকে।” জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল, উটের (মালিকের) কী অবস্থা হবে? তিনি বললেন, “যে উটের মালিক তার উটের হক (যাকাত) আদায় করবে না, তার উটের হকগুলোর মধ্যে পানি পানের তারিখে তার দুধ দোহন করে অন্যদেরকে দান করাও একটি হক, যখন কিয়ামতের দিন আসবে, তাকে এক সমতল ময়দানে উপুড় করে ফেলা হবে। অতঃপর তার উটগুলো মোটাতাজা হয়ে আসবে। এর বাচ্চাগুলোও এদের অনুসরণ করবে। এগুলো আপন আপন খুর দ্বারা তাকে পায়ে মাড়াতে থাকবে এবং মুখ দ্বারা কামড়াতে থাকবে। এভাবে যখন একটি পশু তাকে অতিক্রম করবে অপরটি অগ্রসর হবে। সারাদিন তাকে এরূপ শাস্তি দেয়া হবে। এ দিনের পরিমাণ হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। অতঃপর বান্দাদের বিচার শেষ হবে। তাদের কেউ জান্নাতের দিকে আর কেউ জাহান্নামের দিকে পথ ধরবে।” [সহীহ মুসলিম, হা/২১৮০]

‘আবদুল্লাহ ইবন বুরাইদাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«مَا مَنَعَ قَوْمٌ الزَّكَاةَ إِلَّا ابْتَلَاهُمُ اللَّهُ بِالسِّنِينِ.»

“যেসব লোকেরা যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি জানিয়েছে, আল্লাহ অবশ্যই তাদের দুর্ভিক্ষ দ্বারা আক্রান্ত করেছেন।” [আল-মু‘জাম আল-আওসাত, হা/৪৫৭৭। শাইখ তবারানী বলেছেন এ হাদীসের সকল রাবী নির্ভরযোগ্য।]

অপর ভাষ্যে বর্ণিত হয়েছে যে,

وَلَا مَنَعَ قَوْمٌ الزَّكَاةَ، إِلَّا حَبَسَ اللَّهُ عَنْهُمُ الْقَطْرَ.»َ

“কোনো জাতি যখনই যাকাত দিতে অস্বীকার করেছে, তখনই আল্লাহ তাদের থেকে বৃষ্টি বন্ধ করে দিয়েছেন।” [আল-মুসতাদরাক লিল হাকিম, হা/২৫৭৭। ইমাম মুসলিমের শর্তে হাদীসটি সহীহ।]

22.. যাকাতের সাথে সদাকাহর:

পার্থক্যঃ (যাকাত)-এর শাব্দিক অর্থ: বৃদ্ধি, লাভ, বরকত ও পবিত্র করা।

দেখুন, লিসানুল আরাব (১৪/৩৫৮) ও ফাতহুল কাদীর (২/৩৯৯)।

আর الصدقة (সদকা) শব্দটি الصِّدق (আস্-সিদক বা সত্য) থেকে গৃহীত। যেহেতু সদকা করা সদকাকারীর ঈমানের সত্যতার দলীল। দেখুন: ফাতহুল কাদীর (২/৩৯৯)

শরয়ি পারিভাষিক সংজ্ঞা:

যাকাত হচ্ছে: বিভিন্ন শ্রেণীর সম্পদে আল্লাহ যে যাকাত ফরয করেছেন শরীয়তের বর্ণনা অনুযায়ী সেগুলো এর হকদারদেরকে প্রদান করার মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদত পালন।

আর সদকা হলো: সম্পদ ব্যয় করার মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদত করা; যে ব্যয় শরিয়ত আবশ্যক করেনি। অনেক সময় ফরয যাকাতকেও সদকা বলা হয়।

যাকাত আর সদকার মাঝে পার্থক্য নিম্নরূপ:

১. ইসলাম নির্দিষ্ট কিছু জিনিসের মধ্যে যাকাতকে আবশ্যক করেছে। যথা: স্বর্ণ, রৌপ্য, ফসল, ফল-ফলাদি, ব্যবসার পণ্য এবং গবাদিপশু তথা উট, গরু ও ছাগল-ভেড়া।

আর সদকা কোনো নির্দিষ্ট বস্তুতে আবশ্যক নয়। বরং এটার ক্ষেত্রে মানুষ নির্দিষ্ট না করে যা খুশি দান করতে পারে।

২. যাকাতের জন্য কিছু শর্ত আছে; যেমন বর্ষপূর্তি ও নেসাব এবং প্রদেয় যাকাতের সম্পদের নির্ধারিত পরিমাণ আছে।

কিন্তু সদকার জন্য কোনো শর্ত নেই। সদকা যে কোনো সময়ে যে কোনো পরিমাণে দেওয়া যায়।

৩. যাকাত: আল্লাহ তায়ালা নির্দিষ্ট কিছু খাতে যাকাত বণ্টন করা আবশ্যক করেছেন। এদের বাহিরে অন্যদেরকে দেওয়া জায়েয নয়। আল্লাহর বাণীতে যাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে:“যাকাত হল কেবল ফকির, মিসকীন, যাকাতের কাজে নিয়োজিত কর্মী ও যাদের চিত্ত আকর্ষণ প্রয়োজন তাদের জন্য এবং ক্রীতদাস, ঋণগ্রস্ত, আল্লাহর পথে যারা আছে তারা ও মুসাফিরদের খাতে। এটি আল্লাহ কর্তৃক ফরযকৃত। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।”[সূরা তাওবাহ ৯:৬০]

আর সদকা যাকাতের আয়াতভুক্ত ব্যক্তিদেরকে দেওয়া যাবে, আবার অন্যদেরকেও দেওয়া যাবে।

৪. কারো উপর যাকাত আবশ্যক থাকা অবস্থায় যদি সে মারা যায়, তাহলে তার সম্পদ থেকে যাকাত বের করা উত্তরাধিকারী ব্যক্তিদের উপর আবশ্যক। ওসীয়ত ও উত্তরাধিকারীদের অংশের উপর যাকাত অগ্রাধিকার পাবে।

আর সদকাতে এর কোনোটি আবশ্যক নয়।

৫. যে ব্যক্তি যাকাত দিবে না সে শাস্তি পাবে; যেমনটা সহীহ মুসলিমে (৯৮৭) বর্ণিত হাদীসে আছে। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: "সোনা-রূপা সঞ্চয়কারী ব্যক্তি যদি এর যাকাত আদায় না করে তবে জাহান্নামের আগুনে সেগুলোকে উত্তপ্ত করা হবে। তারপর এগুলোকে পাতের ন্যায় বানিয়ে এর দ্বারা তার পার্শ্ব এবং কপালে দাগ দেয়া হবে। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে ফয়সালা শেষ করা পর্যন্ত এমন এক দিনে যে দিনের পরিমাণ হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। এরপর তাকে তার পথ দেখানো হবে; জান্নাতের দিকে অথবা জাহান্নামের দিকে। কোন উটের মালিক যদি এর যাকাত আদায় না করে তবে তাকে এক প্রশস্ত সমতল প্রান্তরে অধোমুখী করে শায়িত করা হবে। এরপর সে উট পূর্বের চাইতেও অধিক মোটাতাজা অবস্থায় মালিকের নিকট উপস্থিত হবে এবং তাকে পদদলিত করতে থাকবে। এদের শেষটি চলে গেলে আবার প্রথমটি ফিরে আসবে। আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের মধ্যে ফয়সালা করা পর্যন্ত এমন এক দিনে যে দিনের পরিমাণ হবে পঞ্চাশ হাজার বছর। এরপর তাকে তার পথ দেখানো হবে; জান্নাতের দিকে অথবা জাহান্নামের দিকে। বকরীর কোন মালিক যদি এর যাকাত আদায় না করে তবে তাকে প্রশস্ত সমতল প্রান্তরে শায়িত করা হবে। এরপর সে বকরী পূর্বের চেয়েও অধিক মোটাতাজা অবস্থায় মালিকের নিকট উপস্থিত হবে এবং স্বীয় খুর দ্বারা তাকে দলিত করবে ও শিং দ্বারা আঘাত করতে থাকবে। এদের মধ্যে সেদিন কোনটাই শিংবিহীন এবং উল্টো শিং বিশিষ্ট থাকবে না। যখন এদের শেষটি

চলে যাবে তখন আবার প্রথমটি ফিরে আসবে। আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের মধ্যে ফয়সালা শেষ করা পর্যন্ত এমন এক দিনে যে দিনের পরিমাণ হবে তোমাদের হিসাব অনুসারে পঞ্চাশ হাজার বছর। এরপর তাকে তার রাস্তা দেখানো হবে, জান্নাতের দিকে অথবা জাহান্নামের দিকে। ... ”

আর সদকা ত্যাগকারী ব্যক্তির শাস্তি হবে না।

৬. যাকাত: চার মাযহাবের ঐকমত্যের ভিত্তিতে যাকাত মূল ও শাখা আত্মীয়দের কাউকে দেওয়া জায়েয নয়। মূল হল মা-বাবা, দাদা-নানাগণ এবং দাদী-নানীগণ। আর শাখা হল সন্তান-সন্ততি।

আর সদকা: মূল ও শাখা উভয় শ্রেণীর আত্মীয়কে দেওয়া জায়েয।

৭. যাকাত: ধনী ও উপার্জনে সক্ষম সবল ব্যক্তিকে দেওয়া জায়েয নয়।

উবাইদুল্লাহ ইবনে আদী বর্ণনা করেন, আমাকে দুই ব্যক্তি এই খবর দিয়েছেন যে, তারা বিদায় হজ্জের সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসেছিলেন। তখন তিনি যাকাতের মাল বণ্টন করছিলেন। সেই ব্যক্তিদ্বয় তাঁর কাছে কিছু যাকাতের মাল চাইলেন। তখন তিনি তাদের দিকে উপরে ও নীচে চোখ ঘুরিয়ে তাকালেন। তিনি দেখলেন যে, আমরা শক্তিশালী। তখন তিনি বললেন: “তোমরা যদি চাও তবে আমি তোমাদের দু’জনকে দিব। (কিন্তু জেনে রাখো!) এই সম্পদে ধনী উপার্জনে সক্ষম সবল ব্যক্তির কোনো প্রাপ্য নেই।”[হাদীসটি আবু দাউদ (১৬৩৩) ও নাসাঈ (২৫৯৮) বর্ণনা করেন। ইমাম আহমদ ও অন্যান্যরা এটাকে সহীহ বলেছেন]

দেখুন, তালখীসুল হাবীর (৩/১০৮)।

আর সদকা: ধনী ও উপার্জনে সক্ষম সবল ব্যক্তিকে দেওয়া জায়েয।

৮. যাকাতের ক্ষেত্রে উত্তম হল স্থানীয় ধনীদের থেকে যাকাত আদায় করে স্থানীয় দরিদ্রদের মাঝে বণ্টন করা। বরং অনেক আলেম মনে করেন বিশেষ কোন কল্যাণ ছাড়া অন্য শহরে যাকাত স্থানান্তর করা জায়েয নেই।

আর সদকা: কাছের-দূরের সবার মাঝে বণ্টন করা যায়।

৯. যাকাত কাফের ও মুশরিকদেরকে দেওয়া জায়েয নেই।

আর সদকা কাফের ও মুশরিকদেরকে দেওয়া জায়েয।

যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "আর খাদ্যের প্রতি ভালোবাসা থাকা সত্ত্বেও তারা অভাবগ্রস্ত, এতীম ও বন্দীদেরকে খাবার দান করে।"[সূরা ইনসান: ৮] কুরতুবী বলেন: মুসলিম দেশে বন্দি হিসেবে থাকে কেবল মুশরিক।

১০. একজন মুসলিমের জন্য নিজের স্ত্রীকে যাকাত দেওয়া জায়েয নেই। ইবনুল মুনযির এই বিষয়ে ফকীহদের ইজমা (ঐকমত্য) বর্ণনা করেছেন।

আর সদকা স্ত্রীকে দেওয়া যেতে পারে।

এগুলো যাকাত ও সদকার মাঝে বিদ্যমান কিছু পার্থক্য।

সকল পুণ্যের কাজকে সদকা বলা হয়। বুখারী রাহিমাহুল্লাহ তার সহীহ বইয়ে বলেন: "অধ্যায়: প্রত্যেকটি সৎকাজই সদকা।" তারপর তিনি তাঁর সনদে

জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: "প্রতিটি সৎকাজই সদকা।"

ইবনে বাত্তাল বলেন: "হাদীসটি প্রমাণ করে যে, মানুষ প্রত্যেক যে ভাল কাজ করে বা যে ভাল কথা বলে এর বদলে তার জন্য একটি সদকা লেখা হয়।"

নববী বলেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী: "প্রতিটি সৎকাজ-ই সদকা" অর্থাৎ নেকীর দিক সদকার অধিভুক্ত।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

23..যাকাতুল ফিতর ও যাকাতের পার্থক্যঃ

ইসলামে দান-খয়রাতের নানা মাত্রিক ধরন রয়েছে। সাদাকা ইফাক ফী সাবিলিল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয়। সব ধরনের দানই আল্লাহর রাস্তায় ব্যয়। দানকে ফরয করে বিধান চালু হয় হিজরতের পর। একে বলা হয় যাকাত। যাকাত শব্দের অর্থ পবিত্রতা ও বৃদ্ধি।
ফিতরাও এক ধরনের যাকাত, একে সাদাকাতুল ফিতরও বলা হয়। রমাদানুল মুবারকের শেষে ফিতরা ওয়াজিব হয়ে যায় শরী'আত দ্বারা। নির্দিষ্ট করে দেওয়া নির্দিষ্ট পরিমাণ ধন-সম্পদের অধিকারীর ওপর অর্থাৎ সাহিবে নিসাবের ওপর।

যাকাতের নিসাব ও ফিতরার নিসাব সমান হলেও ধন-সম্পদের স্থিতিশীলতার ক্ষেত্রে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। যাকাতের ক্ষেত্রে নিসাব পরিমাণ ধন-সম্পদ পূর্ণ এক বছরকাল স্থায়ী হলে সেই সাহিবে নিসাবের ওপরে যাকাত বাধ্যতামূলক হয়ে যায় শতকরা আড়াইভাগ হিসাব করে যাকাত দেওয়া, কিন্তু

ফিতরার ক্ষেত্রে পূর্ণ এক বছরকাল স্থায়ী হবার প্রয়োজন হয় না বরং ঈদুল ফিতরের দিন সকালে নিসাব পরিমাণ ধন-সম্পদের অধিকারী হলেই তার ওপর ফিতরা ওয়াজিব হয়ে যায়।

নিসাবের পরিমাণ হচ্ছে সাড়ে সাত তোলা সোনা অর্থাৎ ৮৭.৪৫ গ্রাম সোনা অথবা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্য অর্থাৎ ৫১২.১৫ রৌপ্য অথবা ওই পরিমাণ সোনা বা রৌপ্যের দামের অর্থ অথবা সম্পদ। বর্তমানে যা প্রায় ৪৮ হাজার টাকার সমপরিমাণ সম্পদ। ফিতরার জন্য নির্ধারিত নিসাবের অধিকারীকে ফিতরার জন্য নির্ধারিত মাথাপিছু হিসেবে গরিব-মিসকিনদের মধ্যে বিতরণ করতে হবে।

সাহিবে নিসাব নিজের পরিবারের নাবালিগ সন্তানাদি, গৃহভৃত্য সবার ফিতরা তিনি আদায় করবেন। এমনকি ঈদুল ফিতরের দিন সকাল বেলার পূর্বে যদি কোনো সন্তান জন্মগ্রহণ করে তারও ফিতরা আদায় করবেন। ঈদের দিন সকালে ঈদের সালাত আদায় করতে যাওয়ার পূর্বে ফিতরা দেওয়া উত্তম।

ফিতরার মাধ্যমে রমাদানের সিয়ামের মধ্যে যদি কোনো অনিচ্ছাকৃত ছোটখাটো ত্রুটিবিচ্যুতি হয়ে থাকে তার প্রায়শ্চিত্ত সঞ্চিত হয়।

সাদকাতুল ফিতর শুধু মাত্র রমজান মাসে রোজাদরদের ভুল-ত্রুটি ইত্যাদির কাফ্ফারা হিসেবে দিতে হয়। আর যাকাত অর্জিত সম্পদের বাৎসরিক হিসাবের ওপর নির্ধারিত হয়।

24..উপসংহার :

আলহামদু লিল্লাহ, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার যিনি আমাদের ইসলামের পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা দান করেছেন এবং মানবতার কল্যাণে যাকাতের মতো একটি কল্যাণকর ইবাদত ফরজ করেছেন। এই গবেষণায় "যাকাতের মাসায়েল ও ফাযায়েল" বিষয়ে কুরআন, হাদীস, সাহাবায়ে কেরামের বক্তব্য এবং হানাফি মাযহাবের নির্ভরযোগ্য ফিকহি গ্রন্থসমূহের আলোকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

গবেষণায় প্রতিফলিত হয়েছে যে, যাকাত ইসলামের একটি মৌলিক স্তম্ভ, যা কেবল আর্থিক সাহায্য নয় বরং আত্মশুদ্ধি, সম্পদের পরিশুদ্ধি এবং সমাজের অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। হানাফি মাজহাবের আলোকে যাকাতের বিধি-বিধান, শর্ত, নিসাব নির্ধারণ, গ্রহণযোগ্য খাত ও বণ্টন-পদ্ধতির বিশ্লেষণের মাধ্যমে বুঝা যায়— ইসলামে যাকাত কেবল একটি ফরজ ইবাদত নয়, বরং এটি একটি সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা।

যাকাতের ফাযায়েল ও উপকারিতা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়— যাকাত বিত্তশালীদের অন্তরকে কৃপণতা থেকে মুক্ত করে, দরিদ্রদের অন্তরে স্বস্তি আনে এবং সমাজে সহমর্মিতা, ভ্রাতৃত্ব ও সাম্য প্রতিষ্ঠা করে। এটি একটি আল্লাহর পক্ষ থেকে নিযুক্ত পরীক্ষা, যেখানে ধনী ব্যক্তি আল্লাহর জন্য নিজ সম্পদ থেকে একটি নির্দিষ্ট অংশ গরীবদের জন্য আলাদা করেন।

এই গবেষণার মাধ্যমে যাকাতের জটিল মাসায়েলগুলো সহজভাবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করা হয়েছে, যাতে সাধারণ মুসলিমগণ তা অনুধাবন করে যথাযথভাবে তা পালন করতে পারেন। আশা করা যায়, এই থিসিসটি যাকাত

বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি ও প্র্যাকটিকাল জ্ঞান অর্জনে সহায়ক হবে, ইন শা আল্লাহ।

পরিশেষে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের সকলকে সঠিকভাবে যাকাত আদায়ের তাওফিক দিন, এই ইবাদতের মাধ্যমে আমাদের সম্পদ ও অন্তরকে পরিশুদ্ধ করুন এবং দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা দান করুন— আমীন।